প্রথম আলো

তারিখ 17 JUN 2017
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বাজেট

গবেষণায় বরাদ্দ মাত্র ২ শতাংশ

আসিফুর রহমান ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ৬৬৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হচ্ছে। বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ২ শতাংশ। অবশ্য গত অর্থবছরের বাজেটে গবেষণার জন্য বরাদ্দ ছিল সাড়ে ৮ কোটি টাকা।

আজ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে এই বাজেট উপস্থাপন করা হবে। বেলা ১১টায় অধিবেশন শুরু হবে।

প্রস্তাবিত বাজেটের পর্যালোচনায় দেখা যায়, এর সিংহভাগ খরচ হবে (৭৮ দশমিক ৫৯ শতাংশ) শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতায়। বাজেটে ৪১৬ কোটি ৭ লাখ টাকা বেতন-ভাতা ও ১০৬ কোটি টাকা পেনশনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য ব্যয় হবে ৭০ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে গ্রন্থাগারের বই কেনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা, রাসায়নিক যন্ত্রপাতি, শিক্ষাসফর, সেমিনার, পরীক্ষা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সহায়তা, ইন্টারনেট, বৃত্তি, খেলাধুলা, শিক্ষার্থী পরিবহন ও গবেষণা অন্তর্ভুক্ত।

গবেষণা খাতে ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রোজেক্টের (হিক্যাপ) ১৩টি কর্মসূচিতে ২২ কোটি ৩৯ লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বছর মোট বাজেটের আকার বাড়েনি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ ছিল ৬৬৪ কোটি ১১ লাখ টাকা। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে সেটা বেড়ে ৬৬৭ কোটি ১৯ লাখ টাকায় দাঁড়ায়। সে হিসাবে এ বছর বাজেটের আকার বরং কমছে, যেটা অতীতের ১০ বছরে এই প্রথম। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট বাজেট ছিল ২১৫ কোটি টাকার। পরের প্রতি অর্থবছরেই সেটা বেড়েছে। এবারের বাজেটের ঘাটতি ১১ কোটি ৭২ লাখ টাকা। বাজেটের মুখবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দীন উল্লেখ করেন, পেনশনারদের গ্রস পেনশনের শতকরা ১০০ ভাগ সমর্পণের সুবিধা বাতিল করে ৫০ ভাগ বাধ্যতামূলক সমর্পণ ও অবশিষ্ট ৫০ ভাগের জন্য নির্ধারিত হারে প্রতিবছর মাসিক পেনশন গ্রহণের বিধান প্রবর্তন করায় বাজেট কিছুটা কম হয়েছে।

বাজেটে আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে রয়েছে ইউজিসির ৬১০ কোটি ১০ লাখ টাকার অনুদান। বাকি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দিতে হবে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ফি থেকেই আসবে ২৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে শিক্ষা ও গবেষণা খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।